Ô†`IqvbevMx fÛ, Kv‡diÕ ÔPi‡gvbvBi †Q‡jiv mšªvmxÕ

`B cx‡ii jovB

দেওয়ানবাগী এবং চরমোনাই পীরের অনুসারীরা আবার মুখোমুখি। এটা ধর্মরক্ষার লড়াই না বিনা পুঁজির পীর ব্যবসার ভাগাভাগির দ্বন্দ্ব... রিপোর্ট **বদরুল আলম নাবিল**

`B cx‡ii Abmvixiv G‡K Ab¨‡K †cUv‡"Q| evqZj †gvKviig iY‡¶Î : 9 Rb 2000

৯ জুন ২০০০ সালের ঘটনা। জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটের সিঁড়ির ওপরে তুমুল সংঘর্ষ। গজারি, লাঠি, বাঁশ এবং ইট দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপ দুটি একে অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়েছে মসজিদের ভেতরে এবং সামনের রাস্তায়। ঘন্টাব্যাপী সংঘর্ষে অর্ধশতাধিক আহত হয়। রক্তে লাল হয়ে যায় বায়তুল মোকাররমের পবিত্র প্রাঙ্গণ। লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, সংঘর্ষে লিপ্ত দু'পক্ষের গায়ে লম্বা জামা, মুখে লম্বা দাড়ি, মাথায় টুপির ওপরে পাগড়ি। কিন্তু এরা কেন মসজিদে নামাজ পড়তে এসে গজারি লাঠি দিয়ে একে অপরকে এ রকম নির্দয়ভাবে পেটাচ্ছে? উপর্যুপরি লাঠির আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে কয়েকজন। কিন্তু তারপরও চার-পাঁচ জন মিলে পেটাচ্ছে একজনকে।

পরে জানা যায়, সামান্য একটি লিফলেট বিতরণকে কেন্দ্র করে এই যুদ্ধ (তাদের ভাষায় জেহাদ)। দেওয়ানবাগী পীর ভন্ড, তার বক্তব্য শরিয়ত বিরোধী। তিনি আল্লাহ এবং নবীর প্রতি অবমাননাকর কথা বলছেন, এসব বক্তব্য সংবলিত একটি লিফলেট বিতরণ করছিল চরমোনাইর পীর সৈয়দ ফজলুল করিমের সহযোগীরা। এরপর দেওয়ানবাগী পীরের বাহিনী পিটিয়ে আহত করে কয়েকজন লিফলেট বিতরণকারীকে। এরপর দু'পক্ষই সংগটিত হয়ে একে অপরকে শায়েস্তা করতে লাঠি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এর আগে ও পরে আরো মুখোমুখি হয়েছিল দুই পীরের বাহিনী। এবার নতুন বছরের শুরুতেই চরমোনাই পীরের সমর্থকরা আবার মাঠে নেমেছে। তারা হাজার হাজার লাঠি নিয়ে যুদ্ধংদেহি অবস্থায় মতিঝিলস্থ দেওয়ানবাগী পীরের আস্তানায় হামলার উদ্দেশ্যে বের হয়। পুলিশি বেরিকেডের কারণে তারা এবার দেওয়ানবাগীর দরগা পর্যন্ত যেতে পারেনি। তবে তারা রাস্তার ওপরে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে ঘোষণা দেন ৩১ জানুয়ারির মধ্যে সরকার দেওয়ানবাগীর কার্যক্রম বন্ধ এবং তাকে গ্রেপ্তার না করলে তারাই বন্ধের ব্যবস্থা নেবেন।

চরমোনাই গ্রুপেরই এই হুমকি মোকাবেলায় দেওয়ানবাগী তার বিরাট ক্যাডার বাহিনীকে তৈরি রেখেছে। এ অবস্থার সহসাই দু'গ্রুপের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশঙ্কা করছেন ওয়াকিফহাল মহল।

দুই পীরের বিরোধের নেপথ্যে

দেওয়ানবাগী পীরের সহযোগীরা সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেছেন, 'দেওয়ানবাগী পীরের অনুসারীর সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে তাই ঈর্ষান্বিত হয়ে চরমোনাই পীর তার ক্যাডারদের তাদের পীরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়েছেন।' অন্যদিকে ইমান-আক্বীদা সংরক্ষণ কমিটির ব্যানারে দেওয়ানবাগী বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা এবং

চরমোনাই পীরের রাজনৈতিক দল ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক বেলায়েত হোসেন ২০০০কে বলেছেন, 'দেওয়ানবাগী ভন্ড এবং পথভ্রষ্ট, সে নিজেকে ইসলামের পুনর্জন্মদানকারী, বিশ্ব মানবতার মুক্তির দিশারী, সুফী সম্রাট ও ইমাম মাহদী দাবি করে আল্লাহ, নবী (সঃ) এবং ইসলাম সম্পর্কে নিজস্ব মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়েছেন।'

দেওয়ানবাগীর স্বপ্ন নাটক এবং উলঙ্গ নবী (সঃ)

স্বঘোষিত দেওয়ানবাগী পীর তার সুফি ফাউন্ডেশন থেকে অনেকগুলো বই বের করেছেন। তার মধ্যে আল্লাহর নৈকট্যলাভের সহজ পথ, আল্লাহ কোন পথে?, ফেরকা সমস্যার সমাধান এবং রাসুল (সঃ) সত্যিই কি গরিব ছিলেন? ইত্যাদি বই অন্যতম। এসব বইয়ে তিনি বিভিন্ন স্বপ্নের বর্ণনা দিয়ে নিজেকে ধর্মের পুনর্জাগরণকারী মহামানব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন।

শেষোক্ত বইটির ১১-১২ পৃষ্ঠায় তিনি ১৯৮৯ সালে তার দেখা একটি স্বপ্নের বর্ণনা দিয়েছেন। তাতে তিনি বলেছেন, আমি দেখি ঢাকা ও ফরিদপুরের মধ্যবর্তী স্থানে একটি বিশাল ফুলের বাগান। বাগানটির এক জায়গায় একটি ময়লার স্তূপ। ওই ময়লার ওপরে উলঙ্গ অবস্থায় নবী (সঃ) মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন। আমি কাছে গিয়ে তার হাত ছোঁয়াতেই তিনি জীবিত হয়ে, হাসি মুখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, হে ধর্মের পুনর্জীবনদানকারী।

এছাড়া তার আস্তানার কর্মচারী জনৈক মাওলানা আবদুল কাদেরের নামে একটি স্বপ্ন তিনি তার বই আল্লাহ কোন পথে-এ সংযোজন করেছেন। তাতে লেখা হয়েছে, নবী (সঃ) স্বয়ং স্বপ্নে তার সঙ্গে দেখা দিয়ে

দেওয়ানবাগীর স্ত্রী হামিদা বেগম এবং তার মেয়ে তাহমিনা সুলতানা 'আল্লাহকে গোঁফ-দাড়িবিহীন সুন্দর যুবকের আকৃতিতে দেখতে পেয়েছেন..

বলে গেছেন, দেওয়ানবাগী হচ্ছেন জামানার মোজাদ্দেদ (সংস্কারক) সুফি সম্রাট এবং সত্য তরিকার আহ্বানকারী।

অলি আউলিয়াদের জন্ম সম্পর্কে বহুল প্রচলিত কাহিনীর সঙ্গে মিল রেখে নিজের জন্ম সম্পর্কেও একটি স্বপ্ন কাহিনী রচনা করেছেন দেওয়ানবাগী। তাতে বলা হয়েছে, 'সুফি সম্রাট দেওয়ানবাগী হুজুরের জন্মগ্রহণের আগের রাতে তার মতো স্বপ্ন দেখে- আকাশে ঈদের চাঁদ উদিত হয়েছে। চাঁদ দেখার জন্য তিনি ঘরের বাইরে এলে চাঁদটি আকাশ থেকে তার কোলে নেমে আসে। তখন তার মা বুঝতে পারেন আল্লাহ তাকে সৌভাগ্যবান সন্তানদান করবেন।

দেওয়ানবাগী পীর কখনো হজ করতে মক্কা শরিফ যাননি। এর ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি তার বইয়ে লিখেছেন কাবা শরিফ তার কাছে এসে উপস্থিত হয় তাই হজ করতে তার সৌদি আরব যাওয়ার প্রয়োজন হয় না।

তিনি তার দরবার থেকে প্রচারিত সাপ্তাহিক দেওয়ানবাগ পত্রিকায় ১২ মার্চ ১৯৯৯ সংখ্যায় লিখেছিলেন আল্লাহ এবং রাসুল (সঃ) তার দরবার শরীফে এসে তার পক্ষে স্লোগান দিয়ে মিছিল করে। এভাবে ইসলামের বিশ্বাস বিরোধী অসংখ্য বিতর্কিত বক্তব্য লিখেছেন তার প্রকাশিত বই এবং পত্রিকাগুলোতে।

এছাড়া দেওয়ানবাগীর বিরুদ্ধে জমি দখল, সন্ত্রাসী বাহিনী পালন এবং চুরির অভিযোগ পাওয়া যায়।

X ফাইল, দেওয়ানবাগী

১৯৪৯ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জন্মগ্রহণ করেন কথিত সুফি সম্রাট মাহবুবে খোদা। মাদ্রাসায় কিছুটা পড়ালেখা করার পর সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে ১৬ নং বেঙ্গল রেজিমেন্টে ধর্মীয় শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৭৫ সালে চাকরি ছেড়ে দিয়ে শুরু করেন নতুন ধান্দা, পীর ব্যবসা। প্রথমে পানি পড়া, ঝাঁড়-ফুঁক দিয়ে শুরু করেন। তারপর নিজের গুণগান গেয়ে লিফলেট ছাপায়।

এর মধ্যে তিনি নারায়ণগঞ্জের চন্দ্রপাড়া পীরের মেয়ে বিয়ে করেন। পরে তিনি শ্বশুরবাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা চুরি করে পালিয়ে এসে ১৯৮৬ সালে একই জেলার দেওয়ানবাগে আস্তানা গড়ে তোলেন। কিছুদিনের মধ্যে তার বিতর্কিত কর্মকান্ডের কারণে সে এলাকা থেকে বিতাড়িত হন এবং মতিঝিলের ১৪৭ আরামবাগে গড়ে তোলেন নতুন সম্রাজ্য। প্রথমেই ১০তলা একটি বড় দালান তৈরি করেন। তারপর মাস্তান বাহিনী দিয়ে আশপাশের আরো কয়েকটি জমি দখল করে বিস্তৃত করেন তার সাম্রাজ্য।

এখানে আসার পর তার পীর ব্যবসার পালে নতুন হাওয়া লাগে। বড় বড় ধনী ব্যবসায়ী এবং রাজনীতিবিদরা ক্রমশ তার ফাঁদে পা দিতে থাকে। এসব বিত্তবান ব্যক্তিদের দানের টাকায় তিনি সহসাই কোটি কোটি টাকার মালিক বনে যান। এদের দেখাদেখি ধর্মপ্রাণ গরিব এবং মধ্যবিত্তরাও হুমড়ি খেয়ে পড়েন তার দরবারে। এভাবে জ্যামিতিক হারে ফুলে ফেঁপে উঠছে তার পীর ব্যবসা। এখন তিনি টেলিভিশনে ও পত্রপত্রিকায় নিয়মিত বিজ্ঞাপন দিয়ে কথিত বিশ্ব আশেকে রসুল সম্মেলন করেন।

নিজের গুণকীর্তন করার জন্য সুফি ফাউন্ডেশন নামে একটি সেল গঠন

এভাবে সিংহাসনে বসে থাকেন দেওয়ানবাগী মানুষ এসে পায়ের সামনে সেজদাও করে, টাকাও দেয়

†`IqvbevMx fÛ, Kv‡di
পীর চরমোনাই

দেওয়ানবাগীর বিরুদ্ধে চরমোনাই পীরের আন্দোলন সম্পর্কে জানার জন্য আমরা তার অফিসে যোগাযোগ করেছিলাম। তিনি আমাদের সাক্ষাৎকার দেননি তবে তার একটি লিখিত বক্তব্য সরবরাহ করা হয়...।

দেওয়ানবাগী তার বক্তৃতা ও প্রকাশনায় আল্লাহ এবং তার রাসুলের সঙ্গে বেয়াদবি করেছে। সে পবিত্র কোরআন, সমস্ত নবী রাসুলগণের বিরুদ্ধে মিথ্যা উক্তি করেছে। যে ব্যক্তি এতো বড় বেয়াদবি করতে পারে সে মুসলমান না।

দেওয়ানবাগী দাবি করেছে আল্লাহ স্বয়ং দেওয়ানবাগীর পক্ষে স্লোগান ধরেছে। তা হলে প্রশ্ন হলো যার পক্ষে স্বয়ং আল্লাহ আছেন তাকে রক্ষার জন্য পুলিশের প্রয়োজন কি? আসলে দেওয়ানবাগী একজন প্রতারক, ভন্ড। ধর্মের লেবাস পরে মনগড়া ধর্মের ব্যাখ্যা দিয়ে মুসলমানদের ঈমান-আকিদা হরণ করছে। এ কারণে দেওয়ানবাগী একজন ভন্ড, কাফের।

করেছেন, যাদের কাজ হচ্ছে স্বপ্নযোগে পাওয়া বিভিন্ন ঘটনার বরাত দিয়ে তার মহিমা কীর্তনের গল্প বানানো এবং বই আকারে অথবা তার দরবার থেকে প্রকাশিত চারটি পত্রিকা দৈনিক ইনসানিয়াত, সাপ্তাহিক দেওয়ানবাগ, সাপ্তাহিক মেসেজ বা মাসিক আত্মার বাণীর মাধ্যমে প্রচার করা। তার দরবার থেকে প্রকাশিত মাসিক আমার বাণী চুবানো পানি খেলে নাকি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়!

এমপিদের স্বাক্ষর জালিয়াতি

১৯৯৭ সালে দেওয়ানবাগীর বই 'আল্লাহ কোন পথে'-এর তৃতীয় সংস্করণ বের হয়। ২১৮ পৃষ্ঠার এই বইয়ে অর্ধেকেরও বেশি ১৪৫ পৃষ্ঠা জুড়ে আছে বিভিন্নজনের দেয়া বইয়ের প্রশংসা করে অভিনন্দন বার্তা। এতে তৎকালীন সংসদের ২৫০ জন এমপি ছাড়াও বিচারপতি, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকসহ বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অভিনন্দনবার্তা ছাপা হয়েছিল।

যাদের অভিনন্দনবার্তা ছাপা হয়েছিল তাদের মধ্যে বর্তমান রাষ্ট্রপতি (তৎকালীন ইউজিসি চেয়ারম্যান) ড. ইয়াজ উদ্দিন আহমেদ, সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদসহ অনেকের স্বাক্ষরসহ অভিনন্দনবার্তা ছাপা হয়েছিল। পরে এরশাদ, শামীম ওসমান, ফজলে রাব্বি, শামসুজ্জামান দুদুসহ অনেক সাংসদ দেওয়ানবাগী তাদের স্বাক্ষর জালিয়াতি করে অভিনন্দন বার্তা ছাপিয়েছে বলে সংসদে অভিহিত করেন। পরে এ ঘটনা তদন্তে একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু তদন্তে কি হয়েছে তা আর কেউ জানতে পারেনি।

কিছু সংসদ সদস্য এ জালিয়াতির জন্য দেওয়ানবাগীর শাস্তি দাবি করলেও অনেক এমপি, মন্ত্রী, আমলা এবং ধনকুবের সঙ্গে দেওয়ানবাগীর রয়েছে সখ্য। এদের অনেকেই তার ভক্ত। তাই দেওয়ানবাগীর খুঁটির জোর অনেক বেশি। অনেক অপকর্ম করেও সে ধরাছোঁয়ার বাইরে।

দেওয়ানবাগী তার বইগুলোতে আরো অসংখ্য ইসলামের মূল বিশ্বাসের পরিপন্থী বিষয় তুলে ধরেছেন। এর মধ্যে কোন কোনটি বিতর্কে জড়ানোর পর পরবর্তী সংস্করণে বাদ দিয়েছেন। যেমন 'আল্লাহ কোন পথে?' বইয়ের প্রথম সংস্করণে ছিল দেওয়ানবাগীর স্ত্রী হামিদা বেগম এবং তার মেয়ে তাহমিনা সুলতানা 'আল্লাহকে গোঁফ-দাড়িবিহীন সুন্দর যুবকের আকৃতিতে দেখতে পেয়েছেন।'

দেওয়ানবাগীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী লালনের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। ১৯৯৯ সালের ২৫ ডিসেম্বর দেওয়ানবাগীর আস্তানায় হানা দিয়ে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধার করে এবং তার ৪৩ জন ক্যাডারকে গ্রেপ্তার করে। উদ্ধারকৃত অস্ত্রের মধ্যে ছিল ২৪টি হাতবোমা, ৫০ রাউন্ড গুলি, ১টি রামদা, ৩টি কিরিচ, ৯টি চাকু, ১৪টি বল্লম, ২টি চাপাতিসহ আরো অনেক দেশী অস্ত্র।

†`IqvbevMxi Av¯—vbvq Zvi bv‡g `iƒ` co‡Q Abmvixiv

†`IqvbevMxi AvZ¥vi evYx cwÎKv Pwe‡q cvwb †L‡j bvwK me mgm¨vi mgvavb n‡q hvq!

দেওয়ানবাগীর আস্তানায় হানা দিয়ে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধার করে এবং তার ৪৩ জন ক্যাডারকে গ্রেপ্তার করে। উদ্ধারকৃত অস্ত্রের মধ্যে ছিল ২৪টি হাতবোমা, ৫০ রাউন্ড গুলি, ১টি রামদা, ৩টি কিরিচ, ৯টি চাকু, ১৪টি বল্লম, ২টি চাপাতিসহ আরো অনেক দেশী অস্ত্র

দেওয়ানবাগীর মতিঝিলস্থ আস্তানায় গত ২৪ জানুয়ারি সন্ধ্যার পর গিয়ে দেখি তার অনুসারীরা তার (দেওয়ানবাগীর) নামে দরুদ পড়ছে!

* হুজুর কেবলার করলে স্মরণ
অকালে তার হয় না মরণ,
দেখা মিলবে নবী পাক দেওয়ানবাগে।
* দয়াল বাবার কদমে
ঠাঁই চাই অধমে। ইত্যাদি...

দেশের প্রায় সকল বিশিষ্ট আলেমগণ বিভিন্ন সময়ে দেওয়ানবাগীর এসব বিশ্বাসকে ভন্ডামি বলে আখ্যায়িত করেছেন।

X ফাইল : চরমোনাই পীর

বরিশালের সদর উপজেলার নদী দ্বারা বিচ্ছিন্ন একটি ইউনিয়ন হচ্ছে চরমোনাই। বর্তমান চরমোনাই পীর সৈয়দ ফজলুল করিমের পিতা সৈয়দ ইসহাক যথারীতি ঝাড়ফুঁক দিয়ে শুরু করেন। এরপর তিনি মুরিদ করতে শুরু করেন। জীবদ্দশায়ই সৈয়দ ইসহাক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অনুসারী তৈরি করে যেতে সক্ষম হন। তার মৃত্যুর পর বর্তমান পীর সৈয়দ ফজলুল করিম পীর হন, তার দেশব্যাপী প্রপাগান্ডায় স্বল্প সময়ের মধ্যেই বিপুল সংখ্যক অনুসারী জুটে যায়। বাংলাদেশে মূল ধারা পীরদের মধ্যে তার অনুসারীর সংখ্যা বর্তমানে সবচেয়ে বেশি বলে ধারণা করা হয়। তবে তার অনুসারীদের মধ্যে অশিক্ষিত বা স্বল্প শিক্ষিত মানুষের সংখ্যাই বেশি। তিনি কাঁদো কাঁদো সুরে ওয়াজ করে এসব অশিক্ষিত মানুষদের সহজে বশ করতে সক্ষম হয়েছেন। চরমোনাই পীরের ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে আলেমদের মধ্যে খুব একটা বিতর্ক না থাকলেও তার এবং তার দল ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের রাজনৈতিক কর্মকান্ড সব সময়ই বিতর্কিত।

দুই পীরের দুই মুখপাত্র

Ôt`IqvbevMx ïa fÛ bq, mš¿vmx Ges †PviÓ

সৈয়দ বেলায়েত হোসেন
সাংগঠনিক সম্পাদক
ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন

সাপ্তাহিক ২০০০ : আপনারা দেওয়ানবাগীর বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন কেন?

বেলায়েত হোসেন : দেওয়ানবাগী একজন ভন্ড। সে আল্লাহ, রাসুল এবং ইসলাম সম্পর্কে নিজের সুবিধা মতো মনগড়া মতবাদ প্রচার করে। সে বলে আল্লাহ তার পক্ষে স্লোগান দেয়, রাসুলকে সে উলঙ্গ হয়ে থাকতে দেখেছে। তার ছোঁয়ায় রাসুল পুনর্জীবন পেয়েছেন। তাছাড়া সে সন্ত্রাসী, তার অপকর্মের প্রতিবাদ করতে গিয়ে দেওয়ানবাগে ৫ ভাই শাহাদত বরণ করেছেন তার গুন্ডা বাহিনীর হাতে। তাছাড়া সে তার শ্বশুরবাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা চুরি করেছিল, সে ব্যাপারে থানায় মামলা হয়েছিল। তার আস্তানা থেকে অস্ত্র উদ্ধার করেছিল পুলিশ। এমপিদের স্বাক্ষর জালিয়াতি করে সে নিজের গুণকীর্তন ছেপেছেন। এসব কোনো পীরের তো দূরে থাক, ভালো মানুষের কাজ?

২০০০ : ওনারাও বলছেন তাদের অনুসারীর সংখ্যা দিন দিন যেভাবে বাড়ছে তা দেখে শঙ্কিত হয়ে আপনারা এসব করছেন?

বেলায়েত হোসেন : যে ইসলামের মূল বিশ্বাসের ওপর আঘাত হেনেছে তাকে প্রতিহত করা আমাদের ঈমানি দায়িত্ব। তার আস্তানায় গিয়ে তার অনুসারীদের দিকে তাকালেই দেখবেন মদখোর, জুয়াখোর, অবৈধ টাকার মালিকরা তার পেছনে ঘুরছে। তার অনুসারীদের কাউকে দেখলে ঈমানদার মনে হয় না।

২০০০ : তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে আপনারা তার প্রচারের কাজ করছেন। তাছাড়া আপনাদের বিরুদ্ধেও অনেক অভিযোগ আছে! আইন হাতে তুলে নিয়ে ওদের সঙ্গে মারামারি করেছেন।

বেলায়েত হোসেন : সরকার যখন কিছুই করছে না তখন মানুষকে সচেতন করার জন্য আমরা মাঠে নেমেছি। যাতে নতুন করে কেউ ওর দ্বারা প্রতারিত না হয়।

ÔPi‡gvbvB cx‡ii †Q‡jiv mš¿vmx A¯¿ mn aiv c‡owQjÓ

ওমর ফারুক
দেওয়ানবাগী পীরের পত্রিকা
দৈনিক ইনসানিয়াতের ম্যানেজার

সাপ্তাহিক ২০০০ : চরমোনাইয়ের পক্ষ আপনাদের পীরকে ভন্ড, কাফের বলে কেন?

ওমর ফারুক : তারা তো কত কথা বলে। জামায়াত, আওয়ামী লীগ, বিএনপি এবং অন্যান্য পীর অনেকের বিরুদ্ধেই বলে। ওসব আমরা আমলে নেই না। তাদের আমরা পাত্তা না দিয়ে আমাদের কাজ আমরা করছি।

২০০০ : আপনার পীরের বিরুদ্ধে আল্লাহ ও নবীর অবমাননা করা এবং সন্ত্রাস করার অভিযোগ আছে?

ওমর ফারুক : এ রকম অনেক কথাই বলছেন কিন্তু প্রমাণ কই! এখানে অনেক জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি আসেন, বিচারপতি, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, এসপি, মন্ত্রী। তাদের চেয়ে কী ওনারা বেশি জ্ঞানী হয়ে গেলেন?

আর সন্ত্রাস তো আমরা করি না, ওনারা আমাদের উৎখাত করার কথা বলে। তাছাড়া চরমোনাইয়ের ৪ ছেলে অস্ত্রসহ ধরা পড়ে জেল খেটেছে। বরিশালের মেয়র মজিবুর রহমান সরোয়ারের ওপর হামলা করে পরে আবার মাফ চেয়েছে। তার ছেলেরা মক্কা-মদিনা হজ কাফেলা করে হাজিদের ৮৪ লাখ টাকা এক বছরেই মেরে দিয়েছে। সে আবার কেমন পীর?

১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে হঠাৎ করে তিনি রাজনৈতিক দল গঠন করেন এবং অন্য কট্টরপন্থী ইসলামী দলগুলোর সঙ্গে ঐক্য করে নির্বাচন করে একটি আসন পান। গত ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনে তার পুরনো মিত্র মাওলানা আজিজুল হক এবং মুফতি আমিন বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোটে যোগ দিলে চরমোনাই পীর হঠাৎ করে পতিত স্বৈরাচার এরশাদের সঙ্গে নির্বাচনী ঐক্য করেন। কিন্তু এবার তার কোনো প্রার্থী জয়লাভ করতে পারেনি। তবে সারা দেশে তার অনুসারীদের ভোটে চিহ্নিত দুর্নীতিবাজ এরশাদের ভোট ব্যাংককে শক্তিশালী করে।

চরমোনাই পীরের ছেলেরা মক্কা-মদিনা হজ ফাউন্ডেশন নামে একটি হজ এজেন্সির ব্যবসা করেন। মাঝে মধ্যে শোনা যায়, চরমোনাই পীরের ছেলেরা হজ যাত্রীদের টাকা মেরে দিয়েছেন। বছর কয়েক আগে এরা ৮০ জন হজ যাত্রীর ৮৪ লাখ টাকা মেরে দিয়েছিলেন। ঐ ৮০ জন যাত্রী হজ করার উদ্দেশ্যে ঢাকা এসে প্রায় দু সপ্তাহ হাজি ক্যাম্পে মানবেতর জীবন যাপন করেছেন। টাকা নিয়েও পীরের ছেলেরা তাদের হজে যাওয়ার ব্যবস্থা করেনি। পরে সরকারি ফান্ড থেকে টাকা খরচ করে তাদের সৌদি আরব পাঠানো হয়েছিল। এছাড়া চরমোনাই পীরের ছেলেদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের অভিযোগ পাওয়া যায়। গত সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে বরিশালের মেয়র মজিবুর রহমান

অল্প জায়গায় গাদাগাদি করে ছাগল-ভেড়ার মতো যেভাবে ২১টি উট পালা হচ্ছে তা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। ২টি উট প্রতিদিন ৬/৭ কেজি দুধ দেয়। অন্যদিকে দেওয়ানবাগীর আস্তানা থেকে বোতলজাত করে প্রতিদিন ১২/১৪ কেজি উটের দুধ বিক্রি করা হয়, বাকি দুধ কোত্থেকে আসে!

সরোয়ারের ওপর হামলা করেছিল চরমোনাই পীরের ছেলের বাহিনী। চরমোনাই পীরের এক ছেলে গত ইউপি নির্বাচনে চরমোনাই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হয়েছেন। ঐ ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান বিএনপি নেতা আব্দুস সালাম সংবাদ সম্মেলন করে অভিযোগ করেছেন পীরের ছেলে ভোটকেন্দ্র দখল করে এবং জাল ভোট দিয়ে তাকে

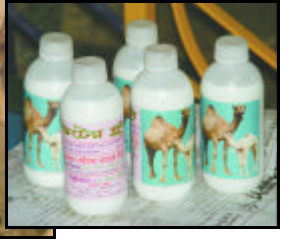

হারিয়েছে। এবং নির্বাচনী প্রচারণার সময়ে তার কর্মীদের মারধর করেছে। চরমোনাই পীরের ছেলেরা অবৈধ অস্ত্রসহ একবার ধরা পরে জেলে গিয়েছিল বলে জানা যায়।

পুঁজি ছাড়া পীর ব্যবসা

আমাদের দেশের মানুষেরা ঐতিহ্যগতভাবে ধর্মভীরু। সাধারণের এই ধর্মভীরুতার সুযোগ নিয়ে কতজন কতভাবে মানুষের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন তা একটু খেয়াল করলেই দেখা যায়। কেউ পীর সেজে বেহেশ্‌তের সার্টিফিকেট বিক্রি করে। কেউ মাজারের নামে, কেউ তাবিজ বিক্রি করে। এদের মধ্যে

কোনো কোনো পীরের কর্মকান্ড ইসলামের মূল বিশ্বাসের পরিপন্থী। এদের একজন হচ্ছেন কথিত দেওয়ানবাগী পীর। দেওয়ানবাগীর পত্রিকা মাসিক আত্মাবাণী ৫ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যায় লেখা হয়েছিল 'যেহি মোর্শেদ সেহি খোদা'। অর্থাৎ দেওয়ানবাগী মোর্শেদ, সেই খোদা। আল্লাহ কোন পথে বইয়ে লিখেছেন বুজুর্গ ব্যক্তি মক্কামে নফসীতে পৌঁছলে তার আর নামাজ, রোজা, হজ লাগে না। তাই দেওয়ানবাগী পীরেরও ইবাদত করা লাগে না। এরকম অজস্র বিতর্কিত মতবাদ প্রচার করে দেওয়ানবাগী নিজেকে ইসলাম ধর্মে পুনর্জীবনকারী হিসেবে প্রচার করছে। আর সাধারণ মানুষ তার ফাঁদে পড়ে কোটি কোট টাকা ঢালছেন তার পায়ে। কয়েক বছরের ব্যবধানে তিনি এখন কয়েকশ' কোটি টাকার মালিক। এখন তার মতিঝিলে বাংলাদেশ ব্যাংকের পেছনের জমি দখল করে উটের খামার করার শখ হয়েছে। অল্প জায়গায় গাদাগাদি করে ছাগল-ভেড়ার মতো যেভাবে ২১টি উট পালা হচ্ছে তা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। এখন তিনি ৪০০ টাকা কেজি দরে কথিত উটের দুধ বিক্রি করেন। তার উটের খামারের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ২টি উট প্রতিদিন ৬/৭ কেজি দুধ দেয়। অন্যদিকে দেওয়ানবাগীর আস্তানা থেকে বোতলজাত করে প্রতিদিন ১২/১৪ কেজি উটের দুধ বিক্রি করা হয়, বাকি দুধ কোত্থেকে আসে! দেওয়ানবাগীর মতো চরমোনাই পীরও সাধারণ মানুষের শ্রম আর ঘামের পয়সায় কোটিপতি। ধান কাটার মৌসুম এলেই এরা ছুটে যান গ্রামে-গঞ্জে, মানুষকে ধর্মের পথে ডাকার নামে অর্থ আদায়ের জন্য। কারণ ধান কাটার মৌসুমে কৃষকদের হাতে টাকা থাকে, পীরকে তুষ্ট করতে পারে। ধানের মৌসুম ছাড়া এরা সাধারণত গ্রামে-গঞ্জে যান না।

একবিংশ শতকে বিশ্ব যখন অনেক এগিয়ে গেছে, মানুষ মঙ্গলগ্রহে যাওয়ার চেষ্টা করছে। বিজ্ঞানের কল্যাণে যেখানে সবাই যুক্তি, জ্ঞান আর প্রমাণের উপরে নির্ভর করছে, সেখানে আমরা এখনো বিশ্বাস করি দেওয়ানবাগীর পত্রিকা ভিজিয়ে পানি খেলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে!

এসব ভন্ড পীরদের কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি, এসব বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কর্মসূচি গ্রহণ করা এখন সময়ের দাবি।

ছবি : bi"¾vgvb wUU

পীরের পায়ে সেজদা : প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ

দেওয়ানবাগী পীর সম্পর্কে নানান গল্প আগেই শুনেছি। টিভি মিডিয়া, পত্রপত্রিকা এমনকি রাস্তার দেয়ালে নানা বিজ্ঞাপনও দেখেছি তার সম্পর্কে। ফলে তাকে সামনে থেকে দেখবার একটা আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। পীর সাহেবের এক মুরিদ আমার পরিচিত। তার মাধ্যমেই পীর সাহেবকে দেখতে যাওয়া। ঈদের পরদিন ঠিক সন্ধ্যা ৭টায় পৌঁছে যাই আরামবাগ দেওয়ানবাগ দরবার শরীফের সামনে। প্রধান ফটকের অদূরে রাস্তাতেই বিশাল তোরণ। ফলে খুঁজে পেতে অসুবিধা হয়নি। পীর সাহেব তখনও এসে পৌঁছাননি। ভবনের ওপরে বিশাল করে লেখা বাবে রহমত। একজন দর্শনার্থীকে বাবে রহমতের অর্থ জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, রহমতের দরজা। এর মধ্যেই হুইসেল, সাইরেন বাজিয়ে বেশ কয়েকটি গাড়ি আসে। সংবাদপত্র লেখা গাড়িও রয়েছে চারদিকে সবাই ছোটাছুটি শুরু করে। বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে পীর সাহেব এসেছেন। সঙ্গে প্রিন্স কোট পরিহিত তার জামাতা। চারদিক থেকে হুজুর! হুজুর! বাবা বাবা বলে রব ওঠে। তিনি চলে যান দ্বিতীয় তলায় যেখানে দর্শনার্থীদের দেখা দেন। কোনো কিছু ভাবার আগেই 'লাইনে দাঁড়ান, লাইনে দাঁড়ান' বলে কয়েকজন লোকের পীড়াপীড়িতে নিজেও লাইনে দাঁড়াই। লাইন যেতে থাকে একতলা পেরিয়ে দোতলায়। নিচে মেটাল ডিটেকটর দিয়ে লাইনের প্রতিটি লোককে পরীক্ষা করা হয়। লাইন ধীর পায়ে চলছে সম্মোহিতের মতো। দোতলার সিঁড়িতে উঠেই ভেতরে কেমন যেন চাপা উত্তেজনা বোধ করি। এতলোক এখানে কি চায়? কেন আসে। নানা প্রশ্নে ঘুরপাক খাই। আসার সময় অনেক গাড়িও দেখেছি। নগরীর অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাও এসেছেন মনে হলো। সকলে একই লাইনে।

এরই মধ্যে লাইন চলে আসে সিড়ি বেয়ে পীর সাহেবের দরজার কাছে। আমার উৎসুক দৃষ্টি প্রথমেই পীর সাহেবের দিকে। শ্মশ্রুমন্ডিত গোলগাল মুখ। রঙিন কারুকাজ খচিত আলখাল্লা। তিনি বসে আছেন আয়েশি ভঙ্গিতে বিশেষ কায়দায়। সামনে বেষ্টনি দেয়া আসন থেকে তিনি পা বের করে দিয়েছেন দর্শনার্থীদের উদ্দেশ্যে। দর্শনার্থীরা কেউ কেউ সিজদার ভঙ্গিতে নত হয়ে সালাম করছে। অনেকেই তার পায়ে সিজদা করছে। দেখেই ঘৃণা আর আতঙ্ক আমাকে গ্রাস করে। মানুষ হয়ে মানুষকে সিজদা করতে হবে কেন? আমি কোনো যুক্তি খুঁজে পাই না। চলমান লাইন 'বাবার' দিকে ধাবমান। আর দু'একজন পর আমি। ছিটকে বের হয়ে আসি লাইন থেকে। সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামতে থাকি। ভয়ঙ্কর দর্শন প্রহরীরা আমাকে জিজ্ঞাসা করে, আপনি কোথা থেকে এসেছেন। আমি কোনো উত্তর দেই না। আমার মনোজগৎ ঘিরে তখনও তাকে সিজদা করার দৃশ্য।

দ্রুত বাইরে বেরিয়ে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। ধর্মকে পুঁজি করে মানুষ কোথায় গেছে আর আমরা কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছি তা ভেবে সত্যিই বিচলিত হই।

জব্বার হোসেন

সুস্থ খাসির মাংস

খাসি ভেবে বকরীর মাংস L¡‡"Qb না তো? বিয়ে, জন্মদিন কিংবা অন্য যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য আমরা নিজস্ব খামারে, আধুনিক পরিচর্যায় বেড়ে ওঠা সুস্থ খাসির মাংস সরবরাহ করে থাকি। নিশ্চয়তা রয়েছে স্বাস্থ্যসম্মত মাংসের। প্রয়োজনে আপনার সামনে জবাই করে দেয়া হবে।

ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট ফার্ম
ফোন : ৯১১৩৭৭১, ০১৭১৩৮৭৩৫৪, ০১৭১৯০৭৪৭৪